রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ৫, ২০১৩

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ফাল্গুন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৫৭-আইন/২০১৩।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (৩), ধারা ২০ এর সহিত পঠিতব্য এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—এই বিধিমালা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(২) "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ান আনসার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্টগার্ড বাহিনী;

(৩) "উপজেলা পরিষদ" অর্থ আইনের অধীন গঠিত উপজেলা পরিষদ;

(৪) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

মূল্য ঃ টাকা ১১০.০০

(৫) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৬) "ধারা" অর্থ আইনের ধারা;

(৭) "নির্ধারিত" অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত;

(৮) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যাহাকে ধারা ২১ এবং এই বিধিমালার অধীন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(৯) "নির্বাচন" অর্থ চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের প্রত্যক্ষ নির্বাচন;

(১০) "নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২২ক এর অধীন গঠিত নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(১১) "নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২২ক এর অধীন গঠিত নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল;

(১২) "নির্বাচনী এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৭ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী এজেন্ট;

(১৩) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত কোন এলাকা;

(১৪) "নির্বাচনী দরখাস্ত" অর্থ বিধি ৫৭ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(১৫) "পোলিং অফিসার" অর্থ একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ১১ এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(১৬) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৮ এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(১৭) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান অথবা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(১৮) "প্রার্থী" অর্থ চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান অথবা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে কোন ব্যক্তি;

(১৯) "প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ" অর্থ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১৩ এর অধীন নির্ধারিত কোন তারিখ;

(২০) "প্রিজাইডিং অফিসার" অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ১১ এর অধীন নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) "ফরম" অর্থ বিধিমালার "তফসিল-১" এ বিধৃত ফরম;

(২২) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ The code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(২৩) "বাছাইয়ের তারিখ" অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১৩ এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

(২৪) "ভোটার" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্ভুক্ত কোন ভোটার এলাকার ভোটার তালিকায় আছে;

(২৫) "ভোটার তালিকা" অর্থ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বা হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা;

(২৬) "ভোটগ্রহণের তারিখ" অর্থ নির্বাচনের জন্য বিধি ১৩ এর অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের তারিখ;

(২৭) "ভোটচিহ্ন প্রদান স্থান" অর্থ এমন স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পেপারে ভোটচিহ্ন প্রদান করিতে পারেন;

(২৮) "মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি ১৩ এর অধীন নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ;

(২৯) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত একজন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩০) "সিল" অর্থ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ঢাকনা আটকানোর জন্য প্লাস্টিকের তৈরী ৬ (ছয়) সংখ্যার (digit) নম্বর বিশিষ্ট একপাশে মোটা ও অন্যপাশে খাঁজসহ বেল্টের মত চিকন ও লম্বা বস্তু;

(৩১) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এ বর্ণিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সদস্যের আসন।

৩। **কমিশনের ক্ষমতা ও উহাকে সহায়তা প্রদান।**—

(১) কমিশন, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উহাতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) কমিশন এই বিধিমালার অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে, সেই কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নির্বাচন পরিচালনা

৪। **সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নির্ধারণ**।—জেলা প্রশাসক সরকারের নির্দেশ মোতাবেক তাহার অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত জেলার প্রতিটি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুসারে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক উহা সরকার ও কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং উক্তরূপ নির্ধারিত সংখ্যা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবেন।

৫। **সংরক্ষিত আসনের এলাকা নির্ধারণ**।—(১) এলাকার অখণ্ডতা এবং যতদূর সম্ভব ভোটার সংখ্যার বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপজেলাকে মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বিভক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ আসনের সংখ্যা বিধি ৪ এর অধীন নির্ধারিত মহিলা সদস্য সংখ্যার সমান হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত আসনের এলাকা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র পরীক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত যাবতীয় অভিযোগ বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং কোন্ ইউনিয়ন বা পৌরসভা অথবা উহাদের কোন্ ওয়ার্ড কোন্ আসনের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার কার্যালয়ে, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে ও তৎকর্তৃক সংগত বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য স্থানে এইরূপ আসনসমূহের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত তালিকা প্রকাশিত হইবার অনধিক ১০(দশ) দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা দাখিল করিবার আহবান জানাইয়া একটি নোটিসও উক্ত তালিকার সাথে প্রকাশ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে উহা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত জেলা প্রশাসক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্তির অনধিক ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কোন নির্দেশ দিলে উহা পালনের পর তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করিবেন এবং উক্ত তালিকায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে উহাও দূর করিবেন

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কৃত সংশোধন বা পরিবর্তনের পর সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রত্যেক ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং ক্ষেত্রমত, ওয়ার্ড উল্লেখ করিয়া সংরক্ষিত আসনসমূহের একটি চূড়ান্ত তালিকা তাহার কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে ও উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রকাশ করিবেন এবং উহার সত্যায়িত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

৬। **চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন**।—(১) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে; এবং কোন ব্যক্তির নাম উক্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে তিনি চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট দিতে বা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়াসম্যান পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনী এলাকাসমূহের জন্য যাহাতে পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকিতে হইবে।

৭। **মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার** ।—(১) উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায়, যদি থাকে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করিবেন বা করাইবেন; এই তালিকাটি হইবে উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটার ব্যতীত অন্য কেহ উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা অনুযায়ী বিধি ৫ এর অধীন বিভক্ত কোন সংরক্ষিত আসন এলাকার ভোটার ব্যতীত উক্ত আসনে অন্য কেহ মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রণয়নকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ভোটার উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার সমসংখ্যক ভোট দিতে পারিবেন।

৮। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ** ।—(১) কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধিমালার অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কর্ম তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৯। **কমিশন কর্তৃক কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যাহার**।—(১) কমিশন, নির্বাচনের সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, বা অন্য কোন সরকারি বা কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা, ভোট প্রদান বা গ্রহণে বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোনভাবে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কোন ভোটারকে প্রভাবিত করেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষ্যে অন্য কোন কাজ করেন, তাহাকে প্রত্যাহার করিবার, এবং উক্তরূপ প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কমিশন উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করে, সেই ক্ষেত্রে কমিশন—

(ক) যদি অনুরূপ কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন ভোটকেন্দ্রে বা নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ উক্ত ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনী এলাকা ত্যাগ করিবার এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকার বাহিরে থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(খ) দফা (ক) এ প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরচদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিয়োগ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

১০। **ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ**।—(১) চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন সেই সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, উপজেলা সদরে একটি ভোটকেন্দ্র থাকিবে, তবে কমিশনের নির্দেশমত উপজেলা সদরে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অতিরিক্ত এক বা একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকিতে পারে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রের বা কেন্দ্রসমূহের নাম প্রেরণ করিবেন।

(৩) কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করিবে এবং ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উক্ত চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোটদান করিবেন সেই সকল এলাকার নামও চূড়ান্ত তালিকায় উল্লেখ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরও, বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিশন যে কোন ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (৩) এর অধীনে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৬) পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথকভাবে ভোট প্রদান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং প্রতিটি ভোটকক্ষে ভোটচিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থান রাখিতে হইবে।

(৭) কোন প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে কোন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না।

(৮) প্রার্থিতা চূড়ান্তকরণের পর কোন প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন ভোটকেন্দ্র বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিলে কমিশন উহা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৯) প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোট কক্ষে ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোপন কক্ষ থাকিবে।

১১। প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইত্যাদির প্যানেল প্রস্তুত, নিয়োগ ও দায়িত্ব।—(১) রিটার্নিং অফিসার, তাহার অধিক্ষেত্রভুক্ত উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে, তিনি যে শ্রেণী উল্লেখ করিবেন সেই শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং অনুরূপ অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ রিটার্নিং অফিসারকে তদ্‌নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্যানেল প্রস্তুত করিবার পর, প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরী কমিশনে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের নিকট লিখিত অনুরোধ করিবেন এবং উহার একটি কপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল হইতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যিনি কোন প্রার্থীর অধীন বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা ছিলেন।

(৪) আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা বিধানের দায়িত্বে থাকিবেন।

(৫) ভোট গ্রহণ চলাকালে প্রিজাইডিং অফিসার তদকর্তৃক নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালার অধীন প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৮) কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন, বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার কোন পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, উহার কারণ এবং অনুরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৯) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে বা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, জ্যেষ্ঠতম সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করিবেন। এক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার তাহার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(১০) রিটার্নিং অফিসার, ভোট গ্রহণ চলাকালে যে কোন সময় কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং এইরূপে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্‌বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **ভোটার তালিকা সরবরাহ**।—(১) সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করিবেন।

১৩। **নির্বাচন তফসীল**।—(১) কমিশন চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ নির্ধারণ করিবে, যথা :—

(ক) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের এক বা একাধিক তারিখ ও সময়;

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ও সময়; এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণের জন্য এক বা একাধিক তারিখ যাহা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের অন্ততঃ পনের (১৫) দিন পরে হইবে।

(২) কমিশন উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং রিটার্নিং অফিসার তাহার কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার গুরচত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না। রিটার্নিং অফিসার, তৎকর্তৃক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত সময়ের ব্যবধান রাখিয়া, মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নোটিস বোর্ড ও স্থানসমূহে টাঙ্গাইয়া জারী করিবেন এবং উহার অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

১৪। **মনোনয়নপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি**।—বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া যথাশীঘ্র সম্ভব একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **মনোনয়ন**।—(১) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার যে কোন ভোটার, ধারা ৮(১) এর অধীন চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৬ এর উপধারা (৪) এর অধীন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে, বিধি ৭ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ভোটার তালিকাভুক্ত যে কোন মহিলা, মহিলা সদস্য আসনের সমসংখ্যক ভোটারের নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ৬ ও ৮ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের জন্য ফরম 'ক-২' এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-৩' এ দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(অ) বিধি ১৬ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারী চালান অথবা পে-অর্ডার অথবা ব্যাংক ড্রাফট;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে ধারা ৮ এর উপধারা (২) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

(ই) সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আসনের প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী ব্যতিরেকে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই; এবং

(ঈ) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্র যথাক্রমে ফরম 'ক', 'ক-১' 'ক-২' ও 'ক-৩' এর সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযোজন করিতে হইবে ঃ

(১) তদ্‌কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) অতীতে তাহার বিরচদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহার রায় কি ছিল;

(৪) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তাহার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তাহার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়ের বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবক হিসাবে অথবা সমর্থক হিসাবে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি পদের বিপরীতে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনী এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

১৬। **জামানত**।—(১) প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সহিত, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান বা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৭। **মনোনয়নপত্র বাছাই**।—(১) প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৫ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্‌বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১৫ বা ক্ষেত্রমত, বিধি ১৬ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে; বা

(ঙ) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ঈ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান করা হইয়াছে বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইয়াছে বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাই: তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুচতর নহে, যেমন- প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারীর বা সমর্থনকারীর বা ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার নামের বানান ভুল অথবা তাহাদের কাহারো পরিচিতি নম্বর বা ভোটার নম্বর ত্রুটিপূর্ণ হইলে, এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিয়া বা বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৮। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরচদ্ধে আপীল**।—(১) বিধি ১৭ এর উপ-বিধি(৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরচদ্ধে উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন একজন সরকারি কর্মকর্তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারীর সময়েই উক্তরূপ নিয়োগ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৪) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরচদ্ধে আপীল, সরাসরি অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৯। **বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৭ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) বিধি ১৮ এর অধীনে যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে, তবে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, ফরম "গ" তে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

২০। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার**।—(১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিস, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিস কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

২১। **কতিপয় কারণে নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিতকরণে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা**।—যেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করা না যায়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, উক্তরূপ স্থগিত কার্যক্রম, প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা নূতন তারিখ ধার্য করতঃ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

২২। **প্রতীক বরাদ্দ**।—(১) যদি কোন পদের জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রার্থী—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ২;

(খ) ভাইস চেয়ারম্যানের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৩;

(গ) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৪; এবং

(ঘ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৫;

এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্যে তাঁহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে, প্রার্থীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীগণের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি কোন নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা তফসিল ২ বা ৩ বা ৪ বা, ক্ষেত্রমত, ৫ এ প্রদত্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে কমিশন উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন যেইভাবে নির্দেশ দিবে, সেইভাবে রিটার্নিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজাইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

২৩। **ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু**।—ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন সময়ে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২৪। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন**।—(১) যদি চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে বিধি ১৭ এর অধীন বাছাইয়ের পর মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ২০ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবল একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম "ঘ" তে একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন।

(২) যদি মহিলা সদস্য নির্বাচনে বিধি ১৭ এর অধীন বাছাইয়ের পর মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ২০ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সমসংখ্যক হয়, তাহা হইলে, রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থী বা প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম "ঘ" তে একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন।

(৩) কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২৫। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন**।—(১) যদি চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয় বা মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা বিধি ৪ অনুযায়ী নির্ধারিত মহিলা সদস্য সংখ্যার অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্তত: ১০ (দশ) দিন পূর্বে উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি রিটার্নিং অফিসার এবং উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "ঙ" অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট এর অনুরোধে ফরম "ঙ" অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

২৬। **ব্যালট বা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ**।—বিধি ২০ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহা হইলে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে গোপন ব্যালট বা, ক্ষেত্রমত, (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা যাইবে।

[**ব্যাখ্যা** ঃ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ইভিএম" অর্থ ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন]

২৭। **নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ**।—(১) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, উপজেলা পরিষদে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে, তদকর্তৃক নিয়োগকৃত নির্বাচনী এজেন্ট বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী উপ-বিধি (১) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচনী এজেন্টকে নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং একজন নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগ**।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, ভোট গ্রহণ কার্য শুরচ হইবার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিস প্রদান করিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, যে কোন সময়ে উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে বা কোন পোলিং এজেন্ট দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে, উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

২৯। **ব্যালট বাক্স**।—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন, তবে উক্ত কেন্দ্রে একই সময়ে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইলে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান-এর জন্য একটি ব্যালট বাক্স এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য আলাদা একটি ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে। প্রিজাইডিং অফিসার ফরম "জ" -তে ব্যালট বাক্সের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে উক্ত হিসাব প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সাপেক্ষে কোন ভোটকেন্দ্রের কোন ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে একই সময়ে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) পদের জন্য একটি এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর জন্য একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরচ হইবার নির্ধারিত সময়ের অন্তত: আধ ঘণ্টা পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবেন, যথা :—

(ক) ব্যবহার্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে;

(খ) উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণকে খালি ব্যালট বাক্স দেখানো;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর উহা বন্ধ করিয়া সিলযুক্ত করা; এবং

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখা যাহাতে উহা একই সময়ে তাঁহার নিজের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টির আওতায় থাকে।

(৪) কোন ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া গেলে অথবা উহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না গেলে, প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স সিলযুক্ত করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক ভোটকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এইরূপ প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক স্থানের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে উহা চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

৩০। **ব্যালট পেপার ফরম**।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ফরম "চ"-তে ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে "তফসিল-২" এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(২) ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম "চ-১" এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে "তফসিল-৩" এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(৩) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম "চ-২" এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে তফসিল ৪ এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ২২ এর উপবিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(৪) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম "চ-৩" এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে "তফসিল-৫" এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ২২ এর উপবিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাগজে ফরম "চ", "চ-১", "চ-২" এবং "চ-৩" ছাপাইতে হইবে।

৩১। **ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা**।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, একসঙ্গে কতজন ভোটার একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপে অনুমোদিত ভোটার ও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য সকলকে উক্ত ভোটকক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, যথা:

(ক) নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ও প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট;

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচনী পর্যবেক্ষক; এবং

(ঙ) কমিশন কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার, উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমোদিত ভোটারের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, একসঙ্গে যতজন ভোটারকে একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততজন ভোটারকে একসঙ্গে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটচিহ্ন প্রদানকক্ষে একাধিক ভোটারকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার ভোটদানের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে তাহার নিজের ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং ভোটারগণের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩২। **ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা**। (১) কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করিলে অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের কোন আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্র হইতে অপসারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি যদি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরচদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৩। **ভোটকেন্দ্রে প্রচারণা ও আপত্তি**।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহাদের পোলিং এজেন্টগণ ভোট গ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটারকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভোট প্রদানে প্ররোচণামূলক কোন ইঙ্গিত বা বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; তবে তাহারা নিম্নবর্ণিত কোন কারণে কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) যেই উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই উপজেলার ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নাম নাই; বা

(খ) যেই তালিকায় ভোটার হিসাবে উক্ত ব্যক্তির নাম রহিয়াছে বলিয়া তিনি দাবী করিতেছেন, তাহা মিথ্যা; বা

(গ) উক্ত ভোটার পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন আপত্তির শুনানি গ্রহণ করিয়া উহার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩৪। **ভোটপ্রদানের স্থান ও ভোটার কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা**।—(১) একজন ব্যক্তি যেই উপজেলার ভোটার, তিনি কেবল সেই উপজেলার সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট;

(খ) ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট;

(গ) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট; এবং

(২) সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকাভুক্ত একজন ভোটার, মহিলা সদস্য পদ সংখ্যার সমসংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৫। **ভোটপ্রদান পদ্ধতি**।—(১) ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর, উক্ত ভোটারকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য একটি, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য একটি ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকাভুক্ত ভোটার ভোট প্রদানের জন্য যখন ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর উক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে—

(ক) তাহার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোন অঙ্গুলিতে অমোচনীয় কালি দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

(খ) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটারের ক্রমিক নম্বর এবং নাম উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিবেন; এবং

(গ) ব্যালট পেপারের পিছনে অফিসিয়াল সিলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইলে, ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক নম্বরে টিক চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে।

(৫) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিটি ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিখিয়া রাখিবেন এবং উহাতে অফিসিয়াল সিলমোহর প্রদান করিবেন।

(৬) ভোটগ্রহণ শুরচ না হওয়া পর্যন্ত গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) গোপন রাখিতে হইবে।

(৭) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন অথবা পূর্ব হইতে তাহার অঙ্গুলিতে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্য এবং চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন কোন ক্ষেত্রে যদি একই সময়ে ও একই ভোট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোটদানের উদ্দেশ্যে মহিলা সদস্য নির্বাচনের কোন ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির একটি চিহ্ন বা উক্ত চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকিলেও তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে।

(৮) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, একজন ভোটার—

(ক) অবিলম্বে ভোটচিহ্ন প্রদানের লক্ষ্যে গোপন কক্ষে যাইবেন;

(খ) তিনি যেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত একটি সিলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন; এবং

(গ) অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার পর উহা ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৯) প্রত্যেক ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(১০) যদি কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্যভাবে এইরূপ অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ভোটার উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালার অধীন ভোট প্রদান করিবেন।

৩৬। **আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার**।—(১) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার চাহিবার সময় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি অন্যের নাম ধারণ করিয়াছেন এবং যদি তিনি উক্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে অন্যের নাম ধারণের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে তাহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপসহি গ্রহণ করিয়া তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগ প্রার্থী, বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট, প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে দাখিল করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার সময় উক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তদ্‌কর্তৃক ফরম "ছ",-তে প্রস্তুতকৃত তালিকায় (অতঃপর আপত্তিকৃত ভোটসমূহের তালিকা বলিয়া উল্লিখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত এবং ভাঁজ করিবার পর উহা একই অবস্থায় কোন ব্যালট বাক্সে রাখিবার পরিবর্তে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার লেবেলযুক্ত একটি পৃথক প্যাকেটে রাখিতে হইবে।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত ফিস রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার উহা সরকারি ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় "২-০৬০১-০০০১-২৬৩১-নির্বাচন প্রাপ্তি" খাতে জমা দিবেন।